# কবিতা

# মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিতা

## রেণু

ফুলের যেমন রেণু থাকে, আমার তেমন রেণু
আমার রেণু কী করে হয় অন্যের কামধেনু?
কোত্থেকে হায় কী-যে হলো, রেণুর হলো বিয়ে
লাল চেলিতে চললো রেণু, ঘোমটা মাথায় দিয়ে।
কী আর করি, অবোধ প্রেমিক জানাই বেদনা
প্রবোধ দিয়ে বললো রেণু, অধিক কেঁদো না।
সুবোধ বালক মুছে নিলাম জলভরা দুই আঁখি

সারাজীবন সামনে আমার, মরণটাই বাকি।

## আমার সাহস নেই টোকা মেরে সুন্দরকে উড়িয়ে দেবার

রাইসরিষার মাঠ, ঘাসফড়িং, নদীতীর আর বাতাবিলেবুর প্রহরা এড়িয়ে
এই সাতসকালে, এই অগত্যা নগরে, কেন এলে কেন এলে কেন এলে

এলে যদি, কেন ঘাপটি মেরে বসে পড়লে রঙ্গ-বেরঙ্গের পাখা ছড়িয়ে
আমার দাড়িকাটার আয়নায়, কেন বসে পড়লে কেন বসে পড়লে কেন

আমি এমন কোন ব্রতচারী নই যে হাওয়ায় ধূলিঝড়ে শুদ্ধ করবো আমার মনডানা
আমার হাতের ক্ষুদে কাঁচিখানা আমাকে তাক করে একবার খুলছে একবার বন্ধ হচ্ছে
অথচ তোমাকে তাড়াবার কোন কৌশল আমার আয়ত্তে নেই,
আমার সাহস নেই টোকা মেরে সুন্দরকে উড়িয়ে দেবার

আমাকে অসহায় রেখে দুধারী কাঁচির মতো তুমি একবার খুলে
আবার বন্ধ করলে তোমার অনশ্বর ডানা

তুমি না পাখি না পুষ্প, কংক্রীটের ঘেরাটোপে চুপচাপ বসে আছো স্বেচ্ছাবন্দী
না ফেরেশতা না মানুষ, তোমাকে পাহারা দিচ্ছি আমি রাতকানা দিনকানা

# চুমুক

মাটির ভান্ডে চুমুক দিলাম নূরের মদিরা
তুমি আমার ব্রহ্মশিরা, তৃষ্ণা অধীরা।

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

# রক্ত ধরণী

রক্ত ওগো রক্ত
ধরণী তোমারি ভক্ত।
তোমাতেই লেখা
মানবতার মুক্তি
শোষকের পতন
স্বপ্নের সৃষ্টি।

হাবিলের অধিকার হরণের উম্মত্ত নেশায়
রক্তে রঞ্জিত কাবিলের হাত
হাবিলের রক্ত ধারায়
মানব হত্যার সেই সূচনায়।
অধিকার হরণের হাতিয়ার হে রক্ত
হায়েনারা সদা তোমারি ভক্ত।

শিকাগোর রক্তের বৃষ্টি
করে দে'য় পহেলা মে'র সৃষ্টি।
আট ঘন্টা শ্রমের তরে শত মিনতি
দাবাতে চায় বুর্জোয়া শিল্পপতি
চলে গুলি ঝরে রক্ত
শ্লোগানের ধ্বনী হয় আরো শক্ত
রক্ত দিয়ে ছিনিয়ে আনা সেই অধিকার
কভু নাহি ভুলিবার।

ওরা কেড়ে নিতে চায় মায়ের ভাষা
গুলি চলে রক্ত ঝরে সর্বনাশা
লুটে পড়ে তাজা প্রাণ নিমিষে
সৃষ্টি হয় ফাল্গুন আর একুশে
বায়ান্নের সেই রক্ত
ফোটে  লাল ফুলে
বাংলার ডালে ডালে
প্রতি ফাল্গুনে।

একটি পতাকার লাগি দেশের তরে

সংগ্রাম চলে প্রতিটি ঘরে
একাত্তরের প্রতিটি ক্ষণে
ঝরে পড়ে প্রাণ
লুণ্ঠিত হয় কতো না মান-সম্মান
রক্ত রক্ত রক্ত
তোমারই পথে এ স্বাধীনতা
তুমি বিনা শুধুই অধীনতা।

হে ফিলিস্তিন হে মিন্দানাও
ওরা আজি রক্ত চাহে রক্ত দাও
হে বিশ্ব মানবতা
কতো আর ঘুমাবে তুমি
কতো আর নিরবতা
রক্ত দিয়ে রক্ত নাও
রক্ত নাও আর রক্ত দাও
ছিনিয়ে আনো মানবতার স্বাধীনতা।

ওরা শুধু রক্ত চায়
যদি কিছু পাইতে চাও
তবে রক্ত দাও।
যদি কিছু থেকে বাঁচতে চাও
তবে রক্ত দাও।
রক্ত নাও আর রক্ত দাও।

এ কোন বিশ্ব
কেন হতে হবে
রক্ত দিয়ে নিঃস্ব।
আজি মোরা শান্তি চাই
সত্য চাই
যেখানে কোন মিথ্যা নাই
আমরা আজি তা-ই চাই
যদিও হতে হয় শক্ত
দিতে হয় রক্ত।

## আলম তালুকদার

# অনেক ফুল শুকিয়ে যায়

ইচ্ছা করে সব গোলাপ কিনে ফেলি
দোকানে গেলে ইচ্ছাটা মরে যায়
কারণ ইচ্ছারা ভিটামিন না খেয়ে খেয়ে বড় দুর্বল।
ইচ্ছার কোন মা-বাবা নেই
ওদের ডাক্তার নেই চিকিৎসা নেই
ডাক্তার না থাকলে অসুখ থাকে না
তবে সব অসুখ নয়।
ইচ্ছা করে সব ফুল বিলিয়ে দেই
কিন্তু বাকিতে ফুল পাওয়া যায় না
যখন টাকা হাতে পাই
তখন কাউকে কাছে পাই না
সেই থেকে ফুল শুকিয়ে যায়।

প্রফেসর কামাল আতাউর রহমান

# আমার কবিতায় তোমার প্রাণ

তুমি বললে, পৃথিবীর স্নিগ্ধতম কণ্ঠে বললে
কবিতা চাই-কালকের মতন আজকেও
এই কথাটি শোনার জন্য গতরাত ছিলাম নিদ্রাহীন
আর আজকের সকাল মনে হোল সুরঙিন, সুরক্তিম

আমার সকল কবিতা তোমাকে লক্ষ্য করে
শুধু তোমার জন্যে
তুমি এমনভাবে কবিতা চাইলে
মনে হোল কবিতা তোমার প্রাণ
আমার কবিতায় তোমার প্রাণ

তোমার সুরেলা কণ্ঠ যখন বাতাসে বাতাসে
আকাশে আকাশে
আমার হৃদয়ের গভীরে মন্দ্রিত
তখন আমার কবিতা পেখম মেলছে
আশ্চর্য স্নিগ্ধতায় ভরে গেছে মন
শরীরের ভিতরে কি দারুণ চাঞ্চল্য
হৃদয়ের ভিতরে কি গভীর দোলা
সমস্ত পৃথিবীটাকে মনে হোল
সৌন্দর্যে ভরপুর
তোমার হৃদয়ের পাখনায় আমার হৃদয় মেলেছে পাখা
তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা।

মোঃ জাকির হোসাইন

# ভ্রাতৃত্ব

হৃদয় বীনায় ঝংকারে মোর
ক্ষণিকে ক্ষণিকে হায়,
কেমন করিয়া আঁখি পাতা বুজে
প্রাণ পাখি চলে যায়।

তুমি বলেছিলে দুনিয়ার তরে
মানুষের ভেদ নাই,
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান
সকলেই ভাই ভাই।

তোমারি শিক্ষা লইয়া দীক্ষা
করেছিনু আমি বাস,
সংসার মাঝে বাই-বধূ সেজে
যদ্যপি ছিল শ্বাস।

জীবন নদীর তীরে
সন্ধ্যা নামিছে ঘিরে
রূধিবে কে তার দ্বার,
মৃত্যু এসেছে ঘিরে সহস্র বাহু সেজে
করিয়া বিস্তার।

আমার অগ্রেতে যারা হৃত সর্বহারা
হয়ে গেছে খেয়া পার,
বিরহের মালা পরে আমাকেও যেতে হবে
নদীর ওপার।

জাহানারা তালকুদার

# লক্ষ্মী বউ

নামটি মোর জাহানারা
কাজে নেই তাড়াহুড়া
প্রেম করেছি দশটা
জীবন গড়ার চেষ্টা।

প্রথম প্রেম চোখে দেখা
দ্বিতীয়টা ছবি আঁকা।
তৃতীয় প্রেম নেশা-নেশা,
চতুর্থতে অনেক আশা।

পাঁচ নাম্বারকে কাজে লাগাই
ছয়ের থেকে পয়সা বাগাই।
সাতের গাড়ী নিত্য চাই,
আটের সাথে ঘুরতে যাই।

কথা চলছে নয়কে নিয়ে,
দশকে হয়তো করবো বিয়ে।
ভেবে চিন্তে করছি কাজ,
এর মাঝে কিসের লাজ।
আমার মত লক্ষ্মী বউ
হাজারেতে পেয়েছে কেউ ?

## মুহাম্মদ কবির

# নদী এখন শুধুই স্মৃতি

নদীর তীরে বেঁধে ছিলাম একটি সুন্দর ঘর
ঘরটি আমার ভেঙ্গে দিল হঠাৎ এসে ঝর।
নদীর তীরে লিখে ছিলাম কত সুখের কথা
জোয়ার এসে মুছে দিল সবি হলো বৃথা।
স্বপ্ন দেখতাম নদীর বুকে চড়বো নৌকা নিয়ে
ঢেউ এসে স্বপ্ন আমার নিল ভাসিয়ে
নদী তোমায় আপন ভেবে করেছিলাম ভুল
তাইতো আজ নেই আমার জীবনের কোন কূল।
নদী তুমি হৃদয়হীন নেইতো দয়া মায়া
তোমার স্মৃতি কাঁদায় আমায় হয়ে তোমার ছায়া।
নদী তোমার ঢেউয়ের ঝলক বুঝিনিত আমি
তাইতো তুমি ভেঙ্গে দিলে আমার স্বপ্নখানি।
আর কখনও ভেঙ্গনা তুমি কারও সুখের ঘর
এই মিনতি আমি করি তোমারি উপর।

## ইন্দিরা হক

# আমারে পড়ান স্যার

দুইশডা ট্যাহা দিমু
আমারে পড়ান স্যার,
বাজান আমার হইল
রিকসার ডেরাইবার।

আপনেতো জানেন
নাম আমার পট্‌লা−
একলা অংক করলে
মাথায় লাগে জটলা।

মায় কয়, হাউশে বিদ্যা
কিরিপণে ধন,
এইবার কন স্যার
পড়াইবেন কহন?

কতইতো পড়াইলেন স্যার
বড়লোকের পোলা,
আমারে পড়াইলে, পূণ্য
হইবো এত্তগুলা।

মায় কয়, সবাই পারে
তুইও বাবা পারবি,
বড় হইয়া তুই আমার
পরানডা জুড়াইবি।

বড় হইয়া দিমু আমি
মায়েরে সুখ,
এত বড় হমু জানি
বাপের ফুলে বুক।

ভাইবেন-না, ভাইবেন-না
স্যার, আমি খুব ভালা,
তয় কিনা গায়ের রংডা

একটুখানি কালা।

বড় হইলে সালাম দিলে,
করবেন তহন অহংকার,
একটুখানি কষ্ট কইরা
আমারে পড়ান স্যার।।

মোঃ ফজলুল হক আকাশ

# অভিসারে

জানি,
আমার এ কবিতা তোমার কাছে
মূল্য পাবেনা কোন কালে।
নজরুলের প্রেম কিংবা রবী ঠাকুরের
গীতাঞ্জলির ছোঁয়া এতে নেই
আছে শুধু এক বুক বিরহ।

মুখের ভাষা হারিয়েছি তাই
কলমের ভাষায় জানাতে এসেছি
তোমার ধারে।
আমার ভালবাসা যদি ভাল না লাগে
ওগুলো তবু হেলায় ফেলে দিওনা
ঐ পরিত্যক্ত রাস্তার ডাস্টবিনে।

কালের চাকার আবর্তে আমরা
পরস্পরে কাছে এসে ছিলাম
দুরন্ত ঝড়ে আবার হারিয়ে গেলাম।
এতো সুখের ভাষা সইবেনা, তাই
কলমের অশ্রু দিয়ে লিখলাম
দোহাই তোমার অপমান করো না।

একদিন তুমি ছিলে শূন্য মনে
আজ কাকে বসাব আমি সে আসনে।
ক্ষণিকের অভিসারে যদি পড়ে মনে
পড়িও কবিতাখানি পিপাশার তরে
আর জেনে নিও মোর ভালবাসার গভীরতা।

আমি বিরহের মালা বুকে জড়িয়ে
অপেক্ষা করবো তোমার প্রতিক্ষায়
কোন কালে যদি তোমার ভুল ভাঙ্গে
তবে তুমি এসো আমার হৃদয় আধারে।

আবার বাধঁবো বাসা একই ডালে
কাটিয়ে দেব জীবনের বাকী ক'টা দিন
স্বপ্ন মাখা মায়া জালে।

## মাহমুদা পররভীন (পুষ্প)

# বিরহ বেলা

তোমাকে দেখিনি
তাই দীর্ঘদিন লিখিনি কবিতা
গানের ছন্দ নিয়েও ভাবিনি কিছু।
বিনিদ্র রাত্রি কেটে গেছে
তোমাকে দেখিনি–
তাই দেইনি চিরুনী চুলে
আয়নায় দেখিনি মুখ
চোখে কাজলও দেইনি ভুলে।
কেটে গেছে রাত্রিদিন - হিসেব করিনি
কতদিন তোমাকে দেখিনি।
তোমাকে দেখিনি-
তাই পদধ্বনি শুনলেই
অপেক্ষায় থেকেছি - এই আসছো তুমি
এক সময় ভেঙ্গেছে ভুল
তুমি আসনি।

## উম্মে কুলসুম

# লাল সবুজের পতাকা

২৫ শে মার্চের ভয়াল
কালো রাতে,
এসেছিলো হানাদার
লক্ষ অস্ত্র হাতে।

পড়েছিলো তারা বাঙালিদের
উপর ঝেপে
বাংলা মায়ের সন্তানেরা তাই
উঠেছিলো তাদের উপর ক্ষেপে।

লক্ষ তরুণের তাজা রক্ত
ঢেলে দিয়ে
লাল-সবুজের পতাকা
এনেছে তারা ছিনিয়ে।

মানতে তারা রাজি হয়নি
পড়তে শৃংখল পরাধীনতার
তাইতো আজ ওড়ে বাংলায়
লাল-সবুজ পতাকা স্বাধীনতার।

রওনক জাহান

# শরতে

বর্ষার শেষেতে
শরতের আগমন।
ভোরবেলা শিশিরের
ঝিকিমিকি আলোরণ।

নেই শীত, নেই তাপ
মাঝে মাঝে বৃষ্টি।
সূর্যের কিরণেতে
রংধনু সৃষ্টি।

জলহারা মেঘ ভাসে
আকাশের ঐ কোণে
কদম কামিনী ফোটে
শরতের বনে বনে।

ফুলে ফুলে যায় ছেয়ে
শিউলী তলা।
রয় ফুটে বিলে ঝিলে
শত শাপলা।

সুবাস ছড়ায় ফুল
মিষ্টি বাতাসে।
ছেয়ে যায় নদী তীর
শুভ্র কাশে।

হাসিভরা চাঁদ মুখ
হাজার তারার সাথে,
দেখা দেয় শরতের
নিঝুম রজনীতে।

## রাহাত ইসলাম

# আমার ইচ্ছে করে

আমার ইচ্ছে করে হই পাখি
উড়ি ডানা মেলে
আমার ইচ্ছে করে আনি শান্তি
অশান্তি এলে।

আমার ইচ্ছে করে ছুঁয়ে দেখতে
ঐ নীল আকাশ
বুক ভরে নিতে চাই
বিশুদ্ধ বাতাস।

আমার ইচ্ছে করে হঠাৎ
হারিয়ে যেতে
আমার ইচ্ছে করে ঝরণার কলতানে
উঠতে মেতে।

আমি আজ স্বাধীনতা চাই
যা বাংলার নারীর নাই।
আমরাই পারি নতুন বাংলা গড়তে
আমরাও পারি মহাকাশে যেতে।

## মোঃ ফিরোজ হোসেন রিতু

# বাস্তব

বাস্তব বড় নির্মম, বড়ই কঠিন;
সুখ মরীচিকা, কেবলি দুখের দিন
প্রস্ফুটিত হয় দু'নয়নের সামনে।
জীবনের আসমানে, স্বর্ণালী স্বপনে
কল্পনা পরাজিত, ফাটলের রাজত্ব
দেখা দেয়, শুরু করে দখলদারিত্ব।
আবেগ কোন আশ্রয় পায় না হেথায়
নিষ্ঠুর সবি নিজেকে লাগে অসহায়।

ইহাই জীবন, এটাই চরম সত্যি
বসে থেকে কি লাভ পাবে নাতো নিষ্পত্তি;
তাই বাস্তবেরে করে নিতে হয় জয়।
যতকাল বাঁচার সময় কর্মে, শ্রমে
দীক্ষা লও শুভ ধর্মে, উত্তমে, উদ্যমে
যন্ত্রণা নিভিবে হবে শান্তির উদয়।

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

# ব্যবধান

আমি ফুলকে ভালবাসি বলে
তুমি ফুলের কাটার ভয় দেখাও।
আমি বনভূমি ভালবাসি বলে-
আধুনিক নগর সভ্যতার
স্বার্থপরতার লোভ দেখাও।
আমি পাখির কলকাকলি
পছন্দ করি বলে তুমি
পাখিকে খাঁচায় বন্দী করো।
তটিনীর বহে চলা সৌম শান্ত-
স্রোতকে তুমি বল বানের কারণ।
আমি নিয়ে আসি রাত্রির সৌম শান্ত
অন্ধকার, ক্লান্তি নাশিতে শান্তির পরশ।
তুমি প্রভাতী হয়ে কোলাহলে
ব্যস্ত করো নির্জীব জীবন।
আমি তোমায় ভালবাসি বললে
তুমি বল এই ছেলে, তোমার সাহস তো বড়
গগনে চাঁদ তো একটি, আর তারা
লক্ষ কোটি।

## মোঃ নজরুল ইসলাম

# ভাগ্যের খেলা

ভাগ্যবানের বোঝা বয় যে খোদা
সে যতই হোক জ্ঞানী।
জীবন যুদ্ধে হয় সে জয়ী,
তাকে যতই করুক অসম্মানী।
দশের চক্রে, ভগবানকে ভূত বলে,
আসলেই সে যে তা নয়।
সত্যকে যতই মিথ্যা বানাও,
সেটা বালির বাধে পরিণত হয়।
সত্যের বাঁধে যতই আঘাত,
সেটা শিশির ঢালা প্রাচীর।
ঝড়, বৃষ্টি, বান যতই আসুক,
সেটা বিলিন হওয়ার নাই নজির।
যার ভাগ্য সেই লিখি,
সেটা অন্য কারও লেখা নয়।
কার্যকলাপে নতি স্বীকার
সেটা মেনে কেহ নাহি লয়।
পার্থিব জগত ততদিন রবে,
যতদিন একজন থাকিবে বীর সৈনিক।
বিপদ, আপদ, আর বালা মসিবতে,
অটুট থাকবে সত্যের প্রতীক।
কর্ম যতই স্বচ্ছ হবে,
ভাল ফল ততই আমল নামায় লেখা পাবে।
জগত মাঝে সব থাকিবে,
কিন্তু তার ফল তোমাকেই
ভোগ করতে হবে।

## শহিদুল ইসলাম রনি

# তুমি আমার কবিতা

আজ বুঝিলাম তুমি মোর
কবিতার রাণী।
পঙক্তি বিন্যাস রূপে
চরণে চরণে তোমার ছবি আঁকি।

তোমার লজ্জা রাঙামুখ
আর বৈচিত্র্য ঢঙে।
আমার স্বরলিপির প্রকাশ ঘটে
ওগো আমি অনুসারি তোমার।

তোমার কণ্ঠ মিশে প্রতি অক্ষরে
ছন্দের গীতিময়তা
তোমার সুরে রাঙে
সনেটের সুসংহত ভাবে।

কখ খক, খক খক, গঘ ঘগ, ঙঙ রূপে
শব্দের অনুসঙ্গে তোমার আভাস মিলে
ওগো তুমিই আমার
কবিতা রূপে এলে।

ভিতর জগত বাহির জগত
আধ্যাত্মিক অধ্যায়ে
তুহি রও জাগ্রত
মূল বক্তব্যে।

শিরোনামে যাই লিখি
তাতেই তোমার শব্দ রাজি
তোমার বিচিত্র ঐশ্বর্য্য ও ভাব কল্পনায়
নামকরণ স্বার্থক হল তাই।

তোমায় ঘিরেই লিখব আমি
আমার জীবন কবিতা
সকল কালের সকল স্রোতে
তুমি আমার কবিতা।

## ইরাজ ইকবাল

# অনাস্থা জ্ঞাপন

অবাক তুমি?
এমনতো ভাবিনি!
এমনো কাব্যের মায়াজাল, জানো তুমি!!
ভাবিনি, সত্যিই আমি ভাবিনি!

ভেবেছি-
তোমার ভাবনার উঠোনে
আমার আশ্বাসের ধান শুকোতে দেবে।
শুধু ভেবে ভেবে বেলা হলো সারা।

কি আচানক কথা শোনাও তুমি!
আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করি তোমায়–
"তোমার চেতনার গহীন অরণ্যে
তুমি কি নিজেকে খুঁজে পাও?”
না থাক,
চাইনা আমার উত্তর।

তোমার প্রতি নেই কোন অভিমান।
আছে অনাস্থাজ্ঞাপন।
আবারও বলছি-
ভাবিনি, সত্যিই আমি ভাবিনি?

এস ডাবলু সজল

# সৌন্দর্য

সৌন্দর্য তুমি কি?
আমার মায়ের মুখের হাসি
নাকি ক্লান্ত নিঃশ্বাস
সৌন্দর্য তুমি কি?
সুলতানার অবুঝ চাহনি
নাকি আমার দীর্ঘশ্বাস
সৌন্দর্য তুমি কি?
আজ জানব আমি
তাই লিখতে বসেছি।
সৌন্দর্য তুমি কি?
ঘুষের টাকায় গড়া বাড়ির ফুলের বাগানে
জমে থাকা শিশির বিন্দু
নাকি রিক্সাওয়ালার স্বচ্ছ ঘামের বিন্দু।
সৌন্দর্য তুমি কি?
কোটি টাকার দামি গাড়ি
নাকি ফকির বাড়ির খালি হাড়ি।
সৌন্দর্য তুমি কি?
আজ মানব আমি
তাই লিখতে বসেছি।
সৌন্দর্য খুঁজছি আমি আকাশ পাতাল চিরে
সৌন্দর্যের মিথ্যে বিশ্বাস নিয়ে ফিরছি আবার নীড়ে ।

## জি কে অভি

# কষ্ট

কষ্ট যার নিত্য সাথী
সুখ কি তার সয়।
জন্ম থেকে জ্বলছি আমি
কত সহ্য হয়।

সুখের আশায় এসেছি আজ
ভিনদেশেতে তাই
এখানেও যে কষ্ট ছাড়া
পাবার কিছু নাই।

তাইতো মাগো বলি আমি
ভাগ্য আমায় দিচ্ছে ফাঁকি।
কষ্টরা আমায় পোড়ায় যখন
সুখের কথা ভাবি তখন।

হয়তো আমার সারাটা জীবন,
দু:খের সাথে করবো বরণ
ভাগ্য আমার হয়েছে ঠিক
তাই আমি নিত্য দুঃখের পথিক।

## মোঃ গাজী পিয়ার আহম্মেদ

# এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের
হাজার হাজার প্রাণ,
মুক্ত কণ্ঠে গাই,
অমৃতের গান।

শিক্ষা, শৃঙ্খলা শান্তি দিয়ে
রাখবো এ, ইউ, বি'র সম্মান।
ঐক্য প্রগতির পতাকা তলে
নেব মানুষ হবার চিরব্রত মহান।

মাতৃভূমির সেবার তরে নেব দীক্ষা
মানব প্রেমের নেব মহা শিক্ষা।
হাজার বাঁধার মাঝে ধৈর্য্য নিয়ে
আনবই জীবনের শুভ কল্যাণ।

এখানে মন্দ শিক্ষার্থী আনাগোনা নাই
সকল শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানাই।
এ ইউ বি মোদের বিশ্ববিদ্যালয়,
এখানে সভ্যতারী ফুল ফোটানো হয়।

যারা এ ইউ বি'তে জ্ঞানের সন্ধানে আসে,
তারা ফিরে যায় মানবের সেবায় অবশেষে।
এ ইউ বি- এর সকল শিক্ষার্থী গণতন্ত্র মনা
এই আদর্শ আছে কয়জনার জানা।

ধন্য দেশ ও বিদেশবাসী ধন্য
এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য।
ড.আবুল হাসান মু: সাদেক
রণতরীর মত আপনার গতিবেগ,

সালাম আপনাকে হাজার সালাম
আমরাও যেন রাখতে পারি আপনার সম্মান ।

## এস. এম. গাজীউর রহমান

# তুমি নও ট্রয়ের হেলেন

১

লেক সিটির লিফটে সেদিন চমকে উঠলাম তোমাকে দেখে
ভাল করে তাকাতেই দেখি তুমি নেই! আমি কি ধাঁ ধাঁ দেখলাম?
একি দেখলাম আমি! আমি কি কীট্‌স এর মতো
স্বপ্ন দেখলাম। মধুমালাকে দেখেছিল তার প্রেমিক
যেভাবে।
জেগে উঠে সে পাগলের মতো তাকে খুঁজতে লাগল।
আমিও রুমে এসে তোমাকে খুঁজতে লাগলাম।
সেই প্রথম পুকুর পাড়ে, পাটের আঁশ ছাড়ানো
কয়েক মহিলার পাশে- তোমাকে দেখে আমি চোখ
ফেরাতে পারছিলাম না।
ভুলে গিয়েছিলাম আমার অবস্থান, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ।
আমাকে দেখে একটা মিষ্টি হাসি হেসে চলে গেলে তুমি ভেতরে।
সেই যে গেলে গেলেই। একেবারেই চলে গেলে।
পড়ার টেবিলে আমি মন বসাতে পারলাম না।
বইয়ের পাতায় তোমার সেই মিষ্টি হাসি। দেয়ালের ছবিতেও তাই–
একি হলো আমার!
আমি ভুলে গেলাম পরীক্ষার কথা, পড়াশোনার কথা।
আর কিছুদিন পরই আমার ফাইনাল।
নাফিজ আমাকে বলেছিল-পড়। মনোযোগ দিয়ে পড়। পরীক্ষায় কিন্তু
হেলেন আসবে না।

২

আমি তোমাকে দেখার জন্য কতবার –
কতবার পুকুরের সেই রাস্তার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকি,

সেই কদম গাছের তলে, লিচু তলায়, তোমার স্কুলের
পথে, হাসপাতালের বারান্দায় ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে
থাকি,একবার তোমার দেখা পাবো বলে। সেদিন তোমার
পরনে ছিল লাল জামা, সাদা পাজামা, সাদা ওড়না। তারপর থেকে
এই পোষাকের কাউকে দেখলেই মনে হয় তুমি।
তোমাকে দেখার জন্য আমি নীলক্ষেত গেলাম, খিলক্ষেত
গেলাম। শুধু একবার যদি দেখা হয়।
ক্লিওপেট্রার জন্য এন্টনি যেমন বলেছিলেন
"টিবার নদীতে রোম ডুবে যাক, এখানেই আমার সব।"
বিশ্ববিদ্যালয়ের এডমিশন টেস্টে
আবার তোমাকে দেখলাম। একি? তোমাকে চিনতে
পারছিলাম না। তুমি অনেক মোটা হয়ে গেছো।
সেই কদমের ছায়াতে যাকে দেখেছিলাম একদিন।
এই কি সেই? ভাবতে ভাবতে আমার রাত কেটে যায়, দিন কেটে যায়।
নামাজের সময় মনে পড়ে, ডাইনিং টেবিলে মনে পড়ে
সবাই খেয়ে উঠে যায়, আমি পিছনে পড়ি।
সেই মুখ, সেই ঠোঁট, সেই চোখ, সেই হাসি
আমি ভুলতে পারি না। চন্ডিদাসও ভুলতে পারেনি।
তুমি তো চন্ডিদাস গাঁতী হয়েই যাও।
তোমার কি কখনও মনে পড়ে? চন্ডিদাসের কথা? তুমিতো বাংলা
সাহিত্যের ছাত্রী। মনে পড়ে কাউকে দেখে একবার
হেসেছিলে? আমি কিন্তু কখনও বলতে পারিনি
তোমাকে ভালবাসি।

৩

তোমার প্রতি আমার গভীর অনুভূতি টের পেয়েছিলে তুমি
হঠাৎ একদিন তোমার আম্মা আমাকে বললেন-
মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা কর, সময় আসুক।
আমি যেনো সব আগ্রহ হারিয়ে ফেল্লাম। কথাটা
তোমার কাছ থেকেই শুনতে চেয়েছিলাম।

চৌধুরী পাড়ায় থাকার সময় একবার তুমি মালিবাগ এসেছিলে।
কত ছুতায় আমি সেখানে গিয়েছিলাম, তুমি একবারও কাছে আসনি।
আমিতো বিবিএ'র ছেলেটার মতো বলতে পারিনি
"ভালবাসা দাও, নইলে এসিড ছুড়ে মারবো।"
এটা কি বলা যায়? কারো মন কি জোর করে আদায় করা যায়?
জসীমউদ্দীন রোডে হঠাৎ আবার দেখা তোমার সাথে
মনে হলো তুমি সুখে নেই।
বাংলাদেশের উত্তরে পাহাড়ের পাদদেশে থাক তুমি, সেখান থেকে
এত কষ্ট করে তুমি এসেছো; কেন এসেছিলে ঢাকায়?
এই উত্তরায়! ভাবতে ভাবতে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি
আমি ফসটাস হয়ে যাই
হেলেনকে দেখে যেমন তিনি বলেছিলেন,
'ডধং ঃযরং ঃযব ভধপব ঃযধঃ
খধঁহপযবফ ধ ঃযড়ঁংধহফ ংযরঢ়ং?"

**8**

অটই-এর সামনের রাস্তা পাড় হতেই আবার দেখলাম তোমাকে,
ইঘঝ থেকে নামছো। একি তোমার পোষাক!
স্যান্ডো গেঞ্জি, আর থ্রি কোয়ার্টার।
না তুমি নও! তোমার মেয়ে! এক ঝলক তাকাতেই বুঝলাম-
হ্যাঁ তোমার মেয়ে।
সেতো জানে না তোমার জন্য আমার হৃদয়ে এখনও
রক্ত ক্ষরণ হয়।
এখনও সকল কাজ ফেলে আমি চিন্তা করি- কেন
বলতে পারিনি-
"ঐড়ষফ ুড়ঁৎ ঃড়হমঁব ধহফ ষবঃ সব ষড়াব"
আমি এখনও ভালবাসি তোমাকে
তোমার কথা ভাবতে ভাবতে আমি আনমনা হয়ে পড়ি,
পড়ার টেবিল ছেড়ে বেলকনিতে এসে বসি
বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার মিট মিট করে জ্বলতে থাকা

লাইটের দিকে তাকিয়ে থাকি। তোমার মুখের সাথে আরও
কত মুখ ভেসে উঠে। পলি, ডলি, মিলি।
রাত এখন চারটে, নিশ্চয়ই তুমি সুখ নিদ্রায় বালিশের কোলে মাথা রেখে
আমি এখনও ভালবাসি তোমাকে।
হ্যাঁ শুধু তোমাকে।
তুমি আমাকে বোঝার চেষ্টা কর, আমার দিকে তাকাও-
শুধু তোমার জন্য আমি এখনও নতুন নতুন শার্ট পড়ি
ইস্ত্রি করি প্যান্ট, বাসে  চড়ে ভার্সিটিতে যাই
তোমাকে খুঁজি।
চল্লিশটা বছর ধরে তোমাকে খুঁজছি,
আরো হাজার বছর ধরে খুঁজবো।
শুধু তোমাকে।।

## অনুবাদকঃ মোঃ শফিউল আজম
## মূলঃ উইলিয়াম ব্ল্যাইক
# ভালোবাসার কথা বলতে যেওনা কখনো

***লেখক পরিচিতি ঃ*** *উইলিয়াম ব্ল্যাইক ইংল্যান্ডের লন্ডন শহরে ১৭৫৭ সালের ২৮ শে নভেম্বর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তিনি তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেক সমালোচকই ইউলিয়াম বেইককে রোমান্টিক যুগের অন্যতম কবি হিসেবে বিবেচনা করেন। উইলিয়াম কখনোই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি, তিনি ছোটবেলায় তাঁর মায়ের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর লেখায় চিন্তাশক্তির গভীরতা দেখে অবাক হতে হয়। "ভালোবাসার কথা বলতে যেওনা কখনো" কবিতাটি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল কবিতাটির নাম* ***ঘবাবৎ ঝববশ ওড় এঙবষষ এঙু খড়াব.***

খুঁজোনা কাউকে বলতে কথা ভালোবাসার
বলা কি যায় কখনো, কথা ভালোবাসার?
দেখোনা স্নিগ্ধ বাতাস যায় বয়ে,
নীরবে, কারো কানে কথা না কয়ে।

আমি বলেছিলুম, আমি বলেছিলুম তাকে
বলেছিলুম উজাড় করে পুরো হৃদয়টাকে
বলেছিলুম মৃত্যুসম ভয়ে, শীতে কম্পমান
আহা! তবু কি ঠেকানো গেলো তাহার প্রস্থান?

আমা হতে যেতে না যেতে
আগন্তুক এলো এক কোথা হতে?
নীরবে, দর্শনাতীতভাবে
নিয়ে গেলো তারে, কতো না সহজে!